তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রথম আলো

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

সেশনজটের কবলে ১০০০ শিক্ষার্থী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদের মধ্যে পাঁচটির স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা সেশনজটে পড়তে যাচ্ছেন। তা ছাড়া ছয়টি অনুষদেরই তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এক-দুই মাস পিছিয়ে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই বলছে, শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সেশনজট থেকে উত্তরণ আর সম্ভব নয়।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আলী আকবর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আগের উপাচার্যের সময় সেমিস্টার সমাপনীর ধারাবাহিকতার ব্যাঘাত ঘটেছে। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিগত দুই বছরে যেসব শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন, তাঁরা নির্ধারিত সময়েই সেমিস্টার শেষ করছেন। এই মুহূর্তে স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সময় পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তৃতীয় বর্ষের যাঁরা এক-দেড় মাস পিছিয়ে আছেন, ডিনদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্ধারিত সময়ে তাঁরা যেন স্নাতক শেষ করতে পারেন, শিগগিরই সেই ব্যবস্থা নেব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকা অনুযায়ী, প্রতিটি বর্ষের প্রথম সেমিস্টার বছরের জুন মাসে এবং দ্বিতীয় সেমিস্টার ডিসেম্বর মাসে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু কৃষি, পশুপালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি এবং মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হয়নি। এই পাঁচটি অনুষদে শেষ বর্ষে হাজারখানেক শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁদের কারও এখন ক্লাস টেস্ট পরীক্ষা, কারও সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা চলছে।

কৃষি, পশুপালন ও কৃষি অর্থনীতি অনুষদে যাঁরা এখন স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী, তাঁদের প্রথম সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষ হবে সেপ্টেম্বর মাসে। আর কৃষি প্রকৌশল ও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের এই পরীক্ষা শুরুই হবে সেপ্টেম্বরে। অর্থাৎ এসব শিক্ষার্থীর ছয় মাস মেয়াদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ক্লাসই শুরু হবে যথাক্রমে অক্টোবরের প্রথম ও শেষ সপ্তাহের দিকে। সে ক্ষেত্রে কোনোভাবেই আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের স্নাতক শেষ হবে না। আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলে গিয়ে তাঁরা চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে পারবেন।

ব্যতিক্রম শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ। পাঁচ বছর মেয়াদের ডিগ্রি পড়ুয়া ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থীরা তাঁদের স্নাতক আগামী ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ২০১৪ সালের এপ্রিলে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা সায়াদ ইবনে মোমতাজ নিহত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষা কার্যক্রম এক মাস পিছিয়ে পড়ে। আর ২০১৫ সালে স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামোর দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলনের কারণে প্রায় দুই সপ্তাহ ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ছিল।

কৃষি অনুষদের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী মুসফিকুর রহমান বলেন, চার বছরের স্নাতক কোর্সের ক্ষেত্রে ওই দেড় মাস সময় পুষিয়ে দেওয়া কঠিন কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঠিক পরিকল্পনার দরকার ছিল। সেটা না থাকার কারণেই সময়টা এখন দেড় মাস থেকে আরও বেড়ে তিন মাস হয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে তাঁদের মাস্টার্সে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন জুনে ভর্তি হতে হবে। অর্থাৎ, তাঁদের শিক্ষাজীবনে ছয় মাসের জটে পড়তে হচ্ছে।

তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরাও পিছিয়ে

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি অনুষদেরই প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা তাঁদের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ক্লাস জুলাই মাসে শুরু করেছেন। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা দিতে না পারায় এ ক্ষেত্র পিছিয়ে পড়েছেন। কৃষি অনুষদে ১ আগস্ট, কৃষি অর্থনীতি ও মাৎস্যবিজ্ঞানে ১৩ আগস্ট এবং ভেটেরিনারি অনুষদে ২০ আগস্ট ক্লাস শুরু হয়েছে। বাকি দুটি অনুষদের তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ক্লাস এখনো শুরু হয়নি।

মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. শাহীন বলেন, 'দেড় মাসের জন্য আমাদের বড় ভাইয়েরা (স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীরা) ছয় মাসের সেশনজটে পড়ছেন। এখন সঠিক পরিকল্পনা না করলে আমরাও জটে পড়তে পারি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র চক্রবর্তী *প্রথম আলোকে* বলেন, সেমিস্টার ছয় মাসের আগে শেষ করার নিয়ম নেই। তবে পরীক্ষার অন্তর্বর্তীকালীন বন্ধগুলো যদি শিক্ষার্থীরা কিছুটা কমিয়ে নেন, তাহলে একটা উপায় বেরোতে পারে। তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা পেলে তাঁদের ঘাটতিটা পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।